আশঙ্কা বিজেপির

তথ্য লোকালে রেড জোনে যাবে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার : করোনা নিয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে তথ্য গোপন করছে তাতে রাজ্যের সমস্ত জেলাই রেড জোনে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলাগুলিকে যেভাবে রেড, অরেঞ্জ ও গ্রিন জোনে ভাগ করেছিল সেই তথ্য ঠিক ছিল না। গ্রিন জোন দেখানোর পরও একাধিক জেলায় করোনা সংক্রমণ দেখা গিয়েছে। কেন্দ্র তাই নতুন করে আবার বিন্যাস করেছে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন একাধিক জেলাকে রেড জোনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে তথ্য লুকিয়েছে তাতে গোটা রাজ্যই রেড জোনে চলে যাবে।" করোনা নিয়ে একাধিক অভিযোগ এনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে দলের তরফে একটি জনস্বার্থ মামলাও করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মামলায় করোনায় মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের অডিট কমিটি গড়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। করোনা হাসপাতালে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে মামলায়। এদিকে, সিইএসসি গ্রাহকদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক বিল নিচ্ছে। অনলাইনে বিলের পরিমাণ পাঠিয়ে কার্যত জোর করে পয়সা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপির যুব সংগঠন যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় সম্পাদক সৌরভ শিকদার। বর্তমান জরুরি পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের স্বার্থে বিদ্যুতের মতো আপৎকালীন ব্যবস্থাকে অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের রয়েছে। এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন সৌরভবাবু। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর আর্জি, রাজ্য সরকার যাতে বিষয়টি দেখে সেটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করুন।

উলুবেড়িয়ায়

সুস্থ হয়ে বাড়ির পথে মা ও শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া: সত্যিই রাজকীয় বিদায়। হাসপাতালের গ্রাউন্ড ফ্লোরে লাইনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। সঙ্গে আবেগভরা কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে মা ও তাঁর দিনদশেকের পুত্রসন্তানকে উলুবেড়িয়ার ফুলেশ্বরের সঞ্জীবন হাসপাতাল ও হাওড়া জেলা প্রশাসন এমনই বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করল। শুক্রবার বিকেলে বেলিলিয়াস রোডের বাসিন্দা নাজমা বেগম বাড়ি ফেরেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল করোনা পজিটিভ হওয়ায় তাঁকে ফুলেশ্বরের সঞ্জীবন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই মহিলা ২০ এপ্রিল একটি সন্তান প্রসব করেন। পরে দু'জনের রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর শুক্রবার দু'জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক মুক্তা আর্য, গ্রামীণ এলাকার পুলিশ সুপার সৌম্য রায়, মহকুমাশাসক তুষার সিংলা, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা হাওড়ার গ্রামীণ এলাকার তৃণমূলের সভাপতি পুলক রায়।

নিউটাউন

শুলংগুড়িতে সন্দেহভাজন

স্টাফ রিপোর্টার, বিধাননগর : নিউটাউনের শুলংগুড়ি অঞ্চলে এক অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট করোনা সন্দেহে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। ওই তরুণীর পরিবারের লোকজনকে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সন্দেহভাজন তরুণীর বাড়ির আশপাশ ঘিরে দিয়েছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনে টানা ডিউটি করছিলেন ওই অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট। বহু অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁদেরই কারোর থেকে তাঁর করোনার সংক্রমণ ঘটেছে কি না তা জানার চেষ্টা করছে পুরনিগম। এই অ্যাম্বুল্যান্সে উঠেছিলেন এমন রোগীর তালিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় পুর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই পরিবারকে বাড়িতে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট আসার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে প্রশাসন। মহিলা ও তাঁর পরিবার ওই অঞ্চলে ভাড়ায় থাকেন।

গ্রামবাসীদের বিতরণ

মাস্ক তৈরিতে কলেজ পড়ুয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, বারুইপুর: করোনা-যুদ্ধে শামিল হল ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, এই কাজে এগিয়ে এসেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। নিজেরাই মাস্ক তৈরি করে নিজের হাতে তা বিলিয়ে দিচ্ছেন গ্রামবাসীদের মধ্যে। বেশ কিছুদিন যাবৎ এইভাবেই তাঁরা করোনার বিরুদ্ধে সচেতনতা চালাচ্ছেন। কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্লোগান 'মাস্ক পরো, মাস্ক পরাও', জীবন বাঁচাও-নিজের, প্রিয়জনের ও পরজনের। লকডাউনের কারণে সরকারি নির্দেশে বন্ধ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনিকভাবে মানুষকে সচেতন করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য। পিছিয়ে নেই ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজও। কলেজের অধ্যক্ষ তিলক চট্টোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা। ইতিমধ্যে তাঁরা করোনা মোকাবিলায় কী কী করণীয় এবং কী কারণে মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি তা নিয়ে লিফলেট তৈরি করেছে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক-সহ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চালাচ্ছে। পাশাপাশি তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় লিফলেট বিলি করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে বাড়িতে বসেই মাস্ক তৈরি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ক্যানিং ১ ব্লকের বিডিও নীলাদ্রিশেখর দে। তিনি বলেন, "ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে নিজেদের উদ্যোগে মাস্ক তৈরি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করছে তা প্রশংসার যোগ্য।" বাংলা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সাথী দাস বলেন, "মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে করোনা মোকাবিলায় সবার এগিয়ে আসা উচিত। আমরা সরকারি নির্দেশ মেনে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি না। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনা করাচ্ছেন। পাশাপাশি অধ্যক্ষের অনুপ্রেরণায় আমরা মানুষকে সচেতন করতে মাস্ক ব্যবহার করতে বলছি । এজন্য আমরা বন্ধুবান্ধবরা বাড়িতে বসে মাস্ক তৈরি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করছি এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করছি নিজেরা মাস্ক পরুন এবং অন্যদেরও মাস্ক পরার জন্য উৎসাহিত করতে।" কলেজের অধ্যক্ষ তিলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যেভাবে চারিদিকে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। সেই কারণে মানুষকে সচেতন করতে আমরা শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার করে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে এবং লকডাউন কার্যকর করে তা নিয়ে লিফলেট প্রচারের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে আবেদন করা হচ্ছে।"

করোনাসুর করোনা সচেতনতায় অভয়দাত্রী মা দুর্গার ছবি আঁকছে কুমোরটুলির শিল্পীদের ছেলেমেয়েরা। পিন্টু প্রধানের ক্যামেরায়।

ভাঙচুর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ

রোগীর মৃত্যু, সাগর দত্তে ধুন্ধুমার

স্টাফ রিপোর্টার : এক রোগী মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ধুন্ধুমার সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ভাঙচুর করা হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগ। পুলিশ এসেও পরিস্থিতি সামাল দিতে বেগ পায়। শেষে নামানো হয় র‍্যাফ। গন্ডগোলের জেরে হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধের যে গুজব ছড়িয়েছিল তা অসত্য বলে জানিয়ে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জরুরি বিভাগ-সহ অন্যান্য পরিষেবাও চালু আছে। রোগী ভর্তি পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের কর্তারা। ভাঙচুরের ঘটনায় বেলঘরিয়া থানার পুলিশ তিন বৃহন্নলাকে আটক করেছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে চিকিৎসকমহল।

টিটাগড়ের বাসিন্দা আখতারি বেগম (৫৬) নামে এক বৃহন্নলা বৃহস্পতিবার শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই খবর টিটগড়ে পৌঁছতেই, একদল বৃহন্নলা হাসপাতালে ধেয়ে আসে। বিনা চিকিৎসায় আখতারির মৃত্যু হয়েছে দাবি করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, চিকিৎসকরা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আখতারির শ্বাসকষ্ট আর ডায়াবিটিস একসঙ্গে ছিল। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। কিন্তু ওই বৃহন্নলার দল কিছুই শুনতে রাজি হয়নি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তারা। প্রায় আধ ঘণ্টা তাণ্ডব চালায় হাসপাতাল চত্বরে। জরুরি বিভাগে চিকিৎসার সরঞ্জাম ভেঙে ফেলা হয়। টেবিল, চেয়ার উল্টে দেয় তারা। দরজা এবং কাউন্টারগুলির কাচ ভেঙে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ আসে। পুলিশকেও নাজেহাল করে দেয় তারা। হাসপাতালের ভিতর অশালীন আচরণ করতে থাকে। একজন পুলিশকর্মী তাদের হাতে আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। পরে র‍্যাফ ও পুলিশের বিশাল বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, বৃহস্পতিবার হাসপাতালের অস্থায়ী দুই কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সে কারণে ৪০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে হোম কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সুপার-সহ ১৮ জন চিকিৎসক রয়েছেন। তাই কম কর্মী নিয়েই হাসপাতাল চলছে। পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাসপাতালে সুপার ডা. পলাশ দাস বলেন, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ তুলে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর হামলার চেষ্টা হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ব্যাপক ভাঙচুর চলে। সুপারের আক্ষেপ, "এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কোনও ডাক্তার ইচ্ছা করে রোগীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেন না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এই সময় পাশে থাকা উচিত, তার বদলে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে। খুবই দুঃখজনক। এভাবে চলতে থাকলে স্বাস্থ্যকর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে।"

তছনছ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ। শুক্রবার।

পোস্তার বাসিন্দা ব্যবসায়ীর

নতুন দোকান পাওয়ার আগেই মৃত্যু

অর্ণব আইচ

চোখের সামনেই পুড়ে যাচ্ছিল বাগরি মার্কেটের দোকানটি। আগুন গ্রাস করে নিয়েছিল দোকানের সব কিছু। দেড় বছর আশায় আশায় দিন গুনছিলেন পোস্তার ব্যবসায়ী। আর মাত্র কিছু দিন। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ফিনিশিং টাচ। তার পরই ঝাঁ চকচকে নতুন দোকানে বসে ব্যবসা শুরু করবেন বলে মনে করে ছিলেন তিনি।

কিন্তু তার আগেই কাশি আর জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় ব্যবসায়ীর। পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে। মধ্য কলকাতার পোস্তা এলাকার একাধিক বাসিন্দার শরীরে করোনা থাবা বসিয়েছে। পোস্তার হাঁসপুকুরিয়া অঞ্চলে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে নতুন করে পোস্তার বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। কারণ, এলাকার বাসিন্দারা এখনও বুঝতে পারছেন না যে, কীভাবে তাঁর শরীরে ছড়াল এই রোগ। তাঁদের দাবি, লকডাউনের পর থেকে ব্যবসায়ী বাড়ি ও বাজার ছাড়া কোথাও যেতেন না।

পোস্তার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর দোকান ছিল বাগরি মার্কেটে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে সেখানে। বাগরি মার্কেটের ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্ণধার আশুতোষ সিং জানান, 'এ' ব্লকে ছিল ওই ব্যবসায়ীর দোকান। তাঁর চোখের সামনেই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় দোকানটি। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এর পর থেকে গুদাম থেকে মাল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করছিলেন তিনি। তিলে তিলে ব্যবসাটিকে দাঁড় করাচ্ছিলেন। প্রতিবেশী ও পরিজনদের বলতেন, অপেক্ষা করে রয়েছেন, কবে বাগরির দোকান খুলবে।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে তাঁর প্রথমে কাশি হয়। তার পর শুরু হয় জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। প্রথমে তিনি মধ্য কলকাতার একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালকে খবর দেয় পরিবার। অ্যাম্বুল্যান্স তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, ভর্তির পরই লালারস পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছিল। রাতে আসা রিপোর্টে জানানো হয় যে, তাঁর শরীরে করোনা পাওয়া গিয়েছে। ওই হাসপাতাল থেকে এই তথ্য পুরসভার মাধ্যমে পুলিশের কাছে আসে। ব্যবসায়ীর পরিবারের পাঁচজনের শরীরে কোনও উপসর্গ মেলেনি। তাই তাঁদের হোম কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হয়েছে। পুরসভার পক্ষে বাড়ি ও এলাকাটি স্যানিটাইজ করা হয়েছে। হাঁসপুকুরিয়ার একটি অংশ সিল করে দিয়েছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাজারে পারস্পরিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না বলে ছড়াচ্ছে এই রোগ। পোস্তার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, তাঁদের বাজার প্রত্যেকদিন তিন ঘণ্টা করে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। পোস্তা বাজারে বাইরে থেকে আসা ট্রাকের চালক ও খালাসি এবং মুটিয়াদের হিন্দি ও ভোজপুরি ভাষায় সচেতন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লকডাউন ফিরিয়ে দিল ঘুড়ি ওড়ানোর আকাশ

নব্যেন্দু হাজরা

ভোকাট্টা। একটার পর একটা।

বিকেল হতেই পেটকাটা, ময়ূরপঙ্খী, কানকাটিয়ার ভিড় আকাশে। ছাদে ছাদে জটলা। নিয়ম করে লাটাই—ঘুড়ি নিয়ে উঠছেন গিরীশ পার্কের মিত্তিরবাবু থেকে টালা পার্কের টুকাই। আকাশ ছেয়েছে ঘুড়িতে। লকডাউনের বাজারে যেন অকাল বিশ্বকর্মা রোজ রোজ। ঘুড়ির দোকান না খুললেও তার সামনে ভালই লোক যাচ্ছে। বাড়ির দরজা খুলে ঘুড়ি দিচ্ছেন দোকানদার। অনেক দোকানদার তো খদ্দের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। চাহিদা বাড়ায় অচমকাই দাম বেড়ে গিয়েছে ঘুড়িরও। পাঁচ টাকার ঘুড়ি কোথাও কোথাও বিক্রি হচ্ছে আট টাকায়। এমনকী সুতোর দামও বেড়েছে অনেকটাই। পাঁচশো সুতো বিক্রিই করতে চাইছেন না কেউ কেউ। বিক্রি হচ্ছে লাটাই ধরে।

বছর কয়েক ধরেই ঘুড়ির বাজারে টান। সেভাবে আর আকাশে ঘুড়ির দেখা মিলত না। কলকাতা হোক বা শহরতলি বা জেলা, সর্বত্রই ঘুড়িময় আকাশের চেনা ছবি ছিল উধাও। নতুন প্রজন্ম হোয়াটসঅ্যাপ ইন্টারনেটে বুঁদ থাকায় বাঙালি ভুলতেই বসেছিল ঘুড়ি ওড়ানো। বিশ্বকর্মা পুজো তো একটা দিন। ওই দিনটা বাদ দিলে আকাশ থাকত ফাঁকা। অনেকেই ঘুড়ির ব্যবসাও ছাড়তে বসেছিলেন। কিন্তু করোনার জেরে লকডাউনই যেন কলকাতার পুরনো আকাশকে ফিরিয়ে দিল। এক—আধ দিন নয়। নিয়ম করে অধিকাংশই উঠছেন ছাদে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চলছে ঘুড়ি ওড়ানো। কে ক'টা কাটতে পারে তার প্রতিযোগিতা। উত্তর থেকে দক্ষিণ ,কলকাতার সর্বত্রই এক ছবি।

সবজির দোকানের মতো পাড়ার ঘুড়ির দোকানেও মাঝেসাঝেই বেশ লাইন। কাগজের ঘুড়ি তো বহু জায়গায় শেষ। দোকানে পড়ে রয়েছে শুধু প্লাস্টিকের ঘুড়ি। খুচরো সুতোও দিতে চাইছেন না দোকানদাররা। চাহিদা বুঝে অনেকে তো নতুন করে ঘুড়ি বিক্রি শুরু করেছেন পাড়ায়। রাজাবাজারের কাছে এক ঘুড়ি বিক্রেতা জানান, "উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে ঘুড়ি আনতে গিয়ে আটকে পড়েছেন প্রায় পঞ্চাশ জন। ফলে নতুন করে মাল আসছে না। পুরনো যে ঘুড়ি রয়েছে তা—ই বিক্রি করতে হচ্ছে। কিন্তু লকডাউনে চাহিদা বেড়েছে। সামনে তো দোকান খোলা যাচ্ছে না। কেউ এসে চাইলে দিয়ে দিচ্ছি। যে খারাপ বাজার চলছিল, লকডাউন আমাদের সময় ফিরিয়ে দিল।"

আসলে দিনের পর দিন গৃহবন্দি মানুষ। সময় কাটতে চাইছে না কিছুতেই। আর সেই সময় কাটাতেই মানুষ লাটাই—ঘুড়ি হাতে উঠছেন ছাদে। ভোকাট্টা চিৎকারে পাড়া ফাটাচ্ছেন কেউ কেউ। রোজই যেন বিশ্বকর্মা পুজো। বাচ্চা থেকে বয়স্ক। ঘুড়ি ওড়ানোর কোনও বয়স নেই। এমনকী লকডাউনের বাজারে বাড়ির মহিলারাও লাটাই ধরছেন কেউ কেউ। অধিকাংশ মানুষই গৃহবন্দি দশা একটু কাটাতে রোজ ছাদে উঠছেন। কারণ একঘেয়েমি অবসাদ থেকে কিছুটা মুক্তি মিলছে তাতে। ঘরে থাকলে লুডো। আর বিকেলে ঘুড়ি। এই রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন অনেক গেরস্তই। মনোবিদরাও জানাচ্ছেন, একঘেয়েমি কাটাতে ঘুড়ি ওড়ানো ভালই। তবে রোদে নয়। বিকেলে রোদ পড়লে তবেই ছাদে উঠুন। কিন্তু এই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে দোকানে আবার লাইন যেন না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। **ছবি : পিন্টু প্রধান**

দেড়মাসের অপেক্ষার অবসান

ফিরল কোটায় আটকে থাকা ছাত্রছাত্রীরা

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো: দীর্ঘ দেড় মাসের অপেক্ষা। দেড় হাজার কিলোমিটারের ব্যবধান। শেষে রাজস্থান সরকারের সঙ্গে কথা বলে কোটায় আটকে থাকা ছাত্রছাত্রীদের ফেরানো শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তিন দিন তিন রাত পেরিয়ে শুক্রবার রাজ্যে ঢুকতে শুরু করে বাসগুলো। সন্ধ্যার পর থেকে শয়ে শয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেই বাসগুলো যখন দুর্গাপুর, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, কলকাতায় ঢুকছে, মায়েদের চোখ তখন ভেজা। কারও হাতের মধ্যমাটা কাঁপছে। বাবার গলা শুকিয়ে কাঠ। কথা তো অনেকবার হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বাসেই এসেছে তো মেয়েটা!

বাসের দরজা খুলে লাফিয়ে নামতেই কান্নার বাঁধ ভাঙল বাবা-মায়েদের। সন্তানদের বুকে জড়িয়ে উচ্ছ্বাস। চোখভরা কান্না। বাড়িমুখো হওয়ার আগে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া হয় এখন হোম কোয়ারানটাইন। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলে ধরলেন বাড়ির পথ। জানিয়ে গেলেন বিপদের দিনে সরকারের সাহায্য পেয়ে তাঁরা আপ্লুত।

শুক্রবার দুপুর গড়াতেই আসানসোলে ঢুকতে শুরু করে বাসগুলো। ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুডি চেকপোস্টে বাসগুলি দাঁড়ায়। অভ্যর্থনা জানান পুলিশ কর্তারা। কুলটির চৌরঙ্গি মোড়ে একটি রিসর্টে ভিন জেলার পড়ুয়াদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্রী মলয় ঘটক ও আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি তাদের সঙ্গে কথা বলেন। রিফ্রেশমেন্ট দেওয়ার পর শুরু হয় জেলাভিত্তিক বাসে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা। কেউ ধরে শিলিগুড়ির বাস। কেউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার। কারও বাস দুর্গাপুর, কারও রানাঘাটের। কেউ পৌঁছয় কলকাতা।

বারাকপুরের রুদ্রনীল বিশ্বাস, সাগর বিশ্বাস এবং কলকাতার শুভম সাউও বাড়ি ফিরছে। তারা বলে, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তাঁর আশীর্বাদেই বাড়ি ফিরতে পারছি। মেস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খাবার ছিল না। কীভবে বাড়ি ফিরব ভাবতেই ভয় লাগছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেদিন আশ্বাস দিলেন সেদিন বুকে বল পেয়েছিলাম।"

প্রশাসনের তরফে ঠিক কেমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল? ভিনরাজ্যে আটকে পড়া পড়ুয়াদের দাবি, "এলাহি আয়োজন ছিল। কোনও অসুবিধা হয়নি। এত নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারব ভাবতেই পারিনি।" রুদ্রনীল বিশ্বাসের মা স্বপ্না বিশ্বাসের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই মায়ের মতো। তাই এই ব্যবস্থা করেছেন। প্রশাসনের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এই পরিশ্রমের জন্য। আজ বুঝতে পারছি বাংলার প্রশাসন যথেষ্ট মানবিক।"

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসানসোলের বাঁশকোপাতে পৌঁছয়। হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরের মোট ৭৫৯ জন পড়ুয়া বাঁশকোপার লজে বিশ্রাম নেয়। শারীরিক পরীক্ষা হয় তাদের। সকালের এবং দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করা হয় সেখানেই। দেওয়া হয় মাস্ক এবং স্যানিটাইজারও। তার পর রওনা হয় যার যার বাড়ির পথে। দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক অনির্বাণ কোলে বলেন, "৩৪টি বাস নিজের নিজের জেলায় পৌঁছে দেবে তাদের। স্থানীয় জেলা প্রশাসন আবার ওই ছাত্রছাত্রীদের নিজের নিজের বাড়ি পৌঁছে দেবে। সেখানে তাদের হোম কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে।"

কিছু পড়ুয়াকে শান্তিনিকেতন থানার গোয়ালপাড়ার একটি বৃদ্ধাশ্রমে রাখা নিয়ে আবার সমস্যা তৈরি হয়। স্থানীয়রা আপত্তি জানায়। বিক্ষোভও দেখায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ-সহ বোলপুর ব্লকের বিডিও। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এর মধ্যে ফিরতি পথে ছাত্রছাত্রীদের পর্যাপ্ত খাবার না মেলারও অভিযোগ ওঠে। তা নিয়েও বিজেপি-তৃণমূলের বাকযুদ্ধ চলে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "কোটার জেলাশাসক আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। চারটে রাজ্য তাদের ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ৫০টি বাসে করে নিয়ে আসছে। তবে তাদের যেভাবে নিয়ে আসা হয়েছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। জলের ব্যবস্থা ছিল না। প্রাতঃকৃত্য করার ব্যবস্থা ছিল না।" এই অভিযোগ পেয়ে অবশ্য আগেই ব্যবস্থা নিয়েছিল সরকার। তা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জবাব, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছে সরকার পৌঁছেছে। প্রত্যেকের দায়িত্ব নিয়েছে। এ নিয়ে অযথা রাজনীতি করার অপচেষ্টা করছে বিজেপি।"

১৪ নম্বর ওয়ার্ডের যুব নেতা অর্ঘ্য সাহার (বুবু) উদ্যোগে মুরারিপুকুর রোড আশার আলো ক্লাব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অঞ্চলের প্রায় ৫০০ দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে দ্বিপ্রাহরিক খাবার দেওয়া হল।

উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে অগ্রগামী তরুণ দল ও তপন ঘোষের উদ্যোগে কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে খাবার বিতরণ করছেন তৃণমূল যুব নেতা তমোঘ্ন ঘোষ।

রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন রারিয়া গ্রামের সিংহবাহিনী নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ১২ নম্বর বড়ুয়া অঞ্চলের ৫০০ দুঃস্থ পরিবারের হাতে খাবার ও সাবান তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন সংগঠনের সভাপতি দেবদত্ত মাঝি।